প্রকাশনায়
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ : ১৩২, ১৩৩ কলেজস্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—বারো

মুদ্রণে
মালবিকা দত্ত
এশিয়া মুদ্রণী
এ : ১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—বারো

প্রচ্ছদ শিল্পে
বিদ্যুত্ চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী-১৯৬০

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এর অন্যান্য গ্রন্থ :

এক সমুদ্র দুটি মন

নীল পাখি ধূসর আকাশ

কিংবদন্তীর নায়ক (প্রকাশিতব্য উপন্যাস)

ঝড় জল কুয়াশা (প্রকাশিতব্য উপন্যাস)

সূচী

॥ অষ্ট্রিয়া ॥

॥ জার্ম্মান ॥

॥ রুমানিয়া ॥

॥ রাশিয়া ॥

॥ ইতালী ॥

॥ হাঙ্গেরী ॥

॥ জাপান ॥

॥ ইংল্যাণ্ড ॥

॥ চীন ॥

ভূমিকা

'সাত রঙ সাত আকাশ' বাংলার পাঠক পাঠিকাদের হাতে তুলে দিয়ে মনে পড়ছে শ্রীমতী লরা গ্রেস্-কে। বস্তুত, সাত রঙে রাঙানো সাত আকাশের সীমানা সম্পূর্ণ সেদিন আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন এই বিদেশিনী। এক আশ্চর্য গোধূলি লগ্নে পথ চলার ক্লান্তির মধ্যে এই সহযাত্রিনী অপ্রত্যাশিতভাবেই তাঁর স্নিগ্ধ হাসির দ্যুতিতে আর সহজ প্রীতির স্পর্শে মুহূর্তে আমায় আপন করে নিলেন, কাটিয়ে দিলেন দূরত্বের জড়তা। এই আকস্মিকতার পশ্চাৎপটে শুধু কয়েকটি কথা—আমার নয়, কবি জীবনানন্দ দাশের:

'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,

* * *

সব পাখি ঘরে আসে-সব নদী-ফুরায় এ-জীবনের
সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

পরিচয়ের নিবিড়তায় এক সময় রাত্রির অবকাশে জমে উঠলো কবিতার আসর। বিদেশী কবিতা ও কবিদের প্রসঙ্গে তিনি দাবী তুললেন বাংলা কবিতার ও বাংলার কবিদের।

বিস্মিত হয়েছিলাম বৈকি। সম্প্রতি তিনি বাংলা সাহিত্যের পাঠিকা হয়ে উঠেছেন। মনের জলে ঢেউ জাগালো প্রেমেন্দ্র মিত্রের :

'দিগন্ত পিপাসা যদি
কিছুতে না মেটে, তবে
এস খুঁজি দুজনার চোখে।'

সেদিন তাই রাতের নির্জনতাকে সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ থেকে সাম্প্রতিকতম কবিদের সাহচর্য দিয়েছিলাম তাঁকে, খুব ভালোলাগার একটা খুসীর যত্নে। তারপর কয়েকটা দিনরাত জুড়ে অনেক কবি আমাদের আনন্দের সঙ্গী হয়েছেন। কোন এক সন্ধ্যায় তাঁকে শুনিয়েছিলাম সুধীন্দ্রনাথ দত্তের :

'তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে
বসেছি বিজনে, নব নীপবনে
পুষ্পিত তৃণদলে।

*   *   *

মুগ্ধ নয়ান পেতে আছি কান
গান বিরচিব বলে।'

খুসীর আমেজ ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর চোখে মুখে। অনেক সকাল বিকেল সন্ধ্যার কল্পনায়, স্মৃতিতে সে আনন্দের অনন্ত অস্তিত্ব। জানিনা, হঠাৎ কি খেয়ালে তাঁর একান্ত প্রিয় কবিতাটি বাংলায় তর্জমা করে সেদিন হাজির হয়েছিলাম তাঁর কাছে। ভেবে অবাক হই, সেই খেয়ালের খেলায় কেমন

করে মাতিয়ে তুললেন তিনি। উভয়ের ভালোলাগা অনেক কবিতার বাংলা তর্জমা হয়ে গেল।

প্রসঙ্গত এলো অনুবাদ সাহিত্যের কথা। বাংলা অনুবাদ সাহিত্য বিপুল নয়; যদিও বাংলাভাষার সূচনা থেকে অনুবাদপ্রবণতা দেবায়তন ও দেবপ্রশস্তি কীর্তিত আঙিনা পেরিয়ে আকাশের বিশাল বিস্তৃত -নীলে পাখা মেলে দিয়েছে। তর্জমায় মূল কবিতার ভাব, রস ও আঙ্গিকের যথাযথ পরিবেশন দুরূহ। তবু, সহৃদয় কাব্যরসিক আন্তরিকভাবে স্বীকার করেন, 'In translated poetry, we certainly should not expect to discover all the delights of nuance rythm, music, ete., that mark the original.........'। অনুবাদকের গভীর অনুভূতিতে বিদেশী কবি হৃদয়ের চকিত স্পর্শ পেলেও সাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠক সহৃদয় মানসিকতায় বাকিটুকু পুষিয়ে নিতে পারেন।

তারপর, এক সময় পথ পরিক্রমার সমাপ্তি লগ্নে বেজে উঠলো বিদায়ের সুর। রাত্রির নির্জনতায় বিচ্ছেদ বেদনা মগ্ন মনে জেগেছিলো টমাস কাম্পিয়নের :

'Rose-Cheeked Laura, Come ;
Sing thou smoothly with thy beauty's
Silent music, either other
Sweetly Gracing.'

কল্পনা হল স্মৃতি। তবু, ব্যবধানের দীর্ঘ সময় জুড়ে তর্জমার গতি অব্যাহতই থেকে গেলো। বরং, বলা যেতে পারে, বিচ্ছেদ আর স্বপ্নে তাঁর মনোরম স্মৃতিই এই চর্চার স্থায়ি প্রেরণাস্বরূপ হয়ে রইলো। অবকাশের ছায়ায় ছায়ায় আমার ভালোলাগা কবিতারা তর্জমার আসরে বৈঠক বসালো।

কবি এবং কবিতা নির্বাচনে ব্যক্তিগত ভালোলাগার ইচ্ছেটাই অনুসৃত হয়েছে। বিশ্বের কাব্যসাহিত্যের পূর্ণ পরিচয় স্বল্প পরিসরে দেওয়া অসম্ভব। আর অনুবাদকের সে ইচ্ছেও নেই। কবিতা তর্জমায় মূলভাব এবং আক্ষরিক—দুইই গ্রহণ করা হয়েছে। কয়েকটি রুশীয়, ইতালীয়, ফরাসী এবং জার্মান কবিতা মূলের অনুবাদ।

জানিনা, বাংলার পাঠক পাঠিকাদের এরা আনন্দ দেবে কিনা। অনুবাদকের ভূমিকাতেই থাকতে চাই। সমালোচক হবার ইচ্ছে নেই, তা ভালোও লাগে না। সে ভার পাঠক পাঠিকাদের হাতে। আমার তরফ থেকে এইটুকুই বলবো যে, এরা আমার নির্জনতাকে ভরিয়ে তুলেছিল। শান্ত সমুদ্র, বিলীয়মান বিচিত্রদৃশ্যের সমারোহ, নীল আকাশ আর কবিতার আনন্দ রচনা করেছিলো এক অনন্য রাজ্য; যাকে কোনদিন জানিনি, চিনতামওনা কোনদিন।

কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশে উৎসাহ দিয়েছেন কবি-অধ্যাপক ডঃ অমিয় চক্রবর্তী, কবি অধ্যাপক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, অধ্যাপক

অমিয় চক্রবর্তী, অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব বসু, অসীম বর্ধন, প্রীতি চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ পাল, মৃণাল দত্ত, অপর্ণা রায়, হাসি রায়চৌধুরী, শ্রীমতী সেন, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। জাপানী কবিতা অনুবাদে প্রয়োজনমত সহ-যোগিতা করেছেন, অধ্যাপক শাহসী নারা (Tsuyoshi Nara); কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জুগিয়েছেন, ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কামাখ্যা গোবিন্দ চংদার। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতে অংশ নিয়েছেন, মানস মজুমদার, দীপক মিত্র, তুষার কান্তি নিয়োগী, বিনয় মুখোপাধ্যায়, পূর্ণ দাস, শিখা রায়, অঞ্জুলা ভৌমিক ও রঞ্জুলা ভৌমিক। উৎসাহদান এবং সহযোগিতার জন্য এঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শান্তিভূষণ রায়

পূনশ্চ ঃ ভূমিকা লেখা যখন শেষ হয়ে গেছে সেই সময় 'সাত রঙ সাত আকাশ' প্রকাশের খবর পেয়ে শ্রীমতী লরা যে চিঠি পাঠিয়েছেন তার কয়েকটি পংক্তির বাংলা তর্জমা তুলে না দিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছি না ঃ

"......স্মৃতি আজও অম্লান। কল্পনার রঙে ধুয়ে স্মৃতিকে আরো উজ্জ্বল, মধুর করে তুলেছি। আমাদের ভালোলাগার হৃদয়-উত্তাপ সমৃদ্ধ কবিতাগুচ্ছ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে মনটা প্রজাপতির মতো খুসীর নরম রোদে পাখা মেলে দিয়েছে। ফেলে আসা দিনের আনন্দঘন স্মৃতি সকলের হৃদয় তৃপ্তিসুধায় ভরিয়ে তুলুক।......দেখা হয়ত আর হবে না। কিন্তু, সেই ফেলে আসা দিনের সাহচর্যের স্নিগ্ধ মাধুর্য অমর হয়ে থাক আমাদের সমগ্র চেতনা জুড়ে।......"

অষ্ট্রিয়া

তিনজন ভবঘুরে

তিনজন ভবঘুরে লোক দেখলাম একদিন ;
ঘাসের উপর আছে শুয়ে টানটান।
যেমন, বিরক্ত গাড়ি যায় দ'লে,
ছোট ছোট গাছ বালুময় পথে।

একজন বেহালায় সুর তোলে
বিষণ্ণ সন্ধ্যার রুগ্ন আলোতে।
হিংস্র, গাঢ় ভাবাবেগের বাতাসে
ভবঘুরে জীবনের সঙ্গীত ভাসে।

অন্যজন দেখে বসে অলস সময়ে
তামাকের ধোঁয়ার বৃত্ত যায় উড়ে উড়ে।
আনন্দ সমৃদ্ধিতে তার দিতে উপহার
পৃথিবীর হাতে যেন নেই কিছু আর।

সমস্ত দুঃশ্চিন্তার নাগপাশ ছেড়ে
ক্ষয়িত বিক্ষিপ্ত চিত্রের সার্থক সংশোধনে
উদ্বেগহীন এই সে জীবন ধারা ;
নিয়তির হাতে যেন পরিতৃপ্ত তারা।

যেন, ওরা দেখালো আমায় বিদ্রূপ ভরে
জটিল জীবনের বিমূঢ়তা ভোলা যায় কি ক'রে।
ঘুম, তামাকের ধোঁয়া, উচ্ছল গানে
মনের দ্বন্দ্ব, বাসনা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ;
হও সুখী, নিবিড় শান্তি, তৃপ্তির রাজ্যে।

জার্ম্মান

তুমি বিষ ঢেলেছো

গান আমার বিষাক্ত, বিষাক্ত করেছো।
এছাড়া আর কি হতো ?
জীবনের প্রথম যৌবন ফুলে
তুমি বিষ ঢেলেছো।

আমার গান বিষাক্ত, বিষাক্ত করেছো।
এছাড়া আর কি হতো ?
অনেক সাপ পুষেছি হৃদয়ে ;
সেই সঙ্গে তোমাকে ; প্রেম, তোমাকেও।

বসন্ত আসবে

কপোলে তোমার
গোলাপ বসন্তের।
এই হৃদয়,
তুষার শীতল।
কিন্তু থাকবেনা
এই দিন ;
এই হৃদয়ে
বসন্ত আসবে।
কপোল তোমার
শীতল হবে।

ত্যাগের চিঠি

বহু যত্নে তোমার চিঠি লেখা
প্রাণে আমার জাগায়নি সাড়া।
লিখেছে ; আমার সঙ্গে বলবেনা কথা ;
কোন চিঠি তাই আর লিখবেনা।
পেলাম তোমার দীর্ঘ চিঠি,
বার পাতা, যেন, লেখকের পাণ্ডুলিপি।
ত্যাগের চিঠি কেউ কি লেখে
গুছিয়ে এমন যত্নে ; চিত্র আঁখরে
বারপাতায়, বিশেষ কথা সব সচেতন প্রয়াসে।

দুঃখের তিমিরে

প্রথম আঘাতে পেয়েছি ব্যথা,
ভেবেছি, এই দুঃখ সহ্য হবে না।
কিন্তু ; তবু ছিলাম ধৈর্য ধ'রে
জিজ্ঞাসা করোনা, কি ক'রে।

চিরন্তন এক সুরে

নিরালা রাত্রে নির্জন সমুদ্রকূলে
সন্দেহ, দুঃখ ভরা মনে;
যুবকটি দাঁড়ালো।
ব'ললে; বিষণ্ণ বেদনার্ত কণ্ঠে
সমুদ্র ঊর্মিমালাকে:

ব'লবে কি আমায়
জীবনের গোপন রহস্য;
সৃষ্টির যন্ত্রণাময়
আদিম রহস্য।
যে প্রশ্নের উত্তর পাবে ব'লে
জেগেছিল বাজিব টুপি,
পাগড়ী, কালো ওড়না ঢাকা
কিংবা পরচুলা সজ্জিত
অথবা আরো অতীতে
ঘর্মাক্ত, চিন্তিত কত মানুষের কতমুখ।
কতকাল কতদিন ধ'রে।
ব'ল; কোথায় উৎস, কোথায় লক্ষ্য
এত মানুষের; কিংবা, থাকে কা'রা
দূরে ঐ তারাদের দেশে।

সমুদ্র তরঙ্গ চ'লে,
চিরন্তন এক সুরে ।
বাতাস যায় ব'য়ে,
মেঘ যায় উড়ে ।
শুধু সে বোকা থাকে ব'সে ;
উত্তর পাবে বলে ।

অগ্নিশিখা

দীপ্ত বহ্নির মতো
নিজেকে দহন করি।
আমার উৎস জানি।
আগুন জ্বলে আমার ছোঁয়ায়,
ছাই শুধু তার থাকে পড়ে।
অতৃপ্ত অগ্নিশিখা আমি;
আমার উৎস জানি।

তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে

আমার কবরের পাশে
এসোনা ভোরে।
আঁধারে এসো প্রিয় ;
এসো, ম্লান চাঁদের আলোয়

কেননা, যখন আকাশ জুড়ে
বাজবে ঘণ্টাধ্বনি মধ্যরাত্রে,
মাটির বন্দীশালা ছেড়ে
আসবো উঠে সতেজ বাতাসে।

মৃতের শুভ্র পোশাকে ;
আমার আকাঙ্ক্ষা কবরে,
যেন, দেখা পাই তারাদের।
সময়ের নিরুদ্বেগ মালায়,
পরিমাপ নেবো তৃপ্তির।

ভয় পেয়ো না, এসো ;
এখনও কি চুম্বন দিতে পারো ?
শীতার্ত দুঃখের রাত্রে,
পারিনা সেই স্মৃতি ভুলতে।

আমায় ভরিয়ে দাও চুম্বনে ;
শোনো ; পূবে ভোরের আলোর
গান শোনা যায় ;
কি মধুর গান যে গায় ।

সেদিন তুমি ছিলে আমার হয়ে ;
আনন্দে নিও জীবনের পাত্র ভরে ।
আর আমি গভীর গাঢ় অন্ধকারে
আবাব ঘুমাই তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে ।

চন্দ্রমল্লিকা

অপূর্ব চন্দ্রমল্লিকা।
সেদিন অনন্য ছিলো চন্দ্রমল্লিকা।
বিমুগ্ধ শুভ্রতায় উঠেছি চমকে;
তারপর, আমার হৃদয় নিলে কেড়ে;
গভীর নীরব নিশীথে।

শঙ্কা ছিলো আমার;
বন্ধু, অতি ক্লান্ত হয়ে
গানের মত তুমি এলে;
পরীর কণ্ঠের সুর নিয়ে।
যখন, স্বপ্ন তোমার
উঠলো চমকে আমায় দেখে;
বললে; সময় হয়েছে রাত্রি শেষে।

বাজে এক সুর

হৃদয় আমার কেমন করে
প্রেমের উষ্ণতা তোমার থাকবে ভুলে।
তোমার চেয়ে আপন আর
কি আছে আমার।
বিপুল আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ;
শুধু ঘিরে থাকবে ব'লে,
কিছু পাবে ব'লে,
কিছু হারাবে ব'লে।
আজ এই আঁধারে
যেন, তোমার আনন্দ উদ্দাম উচ্ছলতা
না দেয় ব্যর্থ ক'রে,
ঈপ্সিতাকে পাবার আশা।

কিন্তু যা পেয়েছি আমরা,
আমাদের করে অবিরাম দিশাহারা।
যেমন, ছড়ির স্পর্শ পেয়ে
বাজে এক সুর দুই তারে।
কোন সে বীণার এক সুর হ'য়ে আছি,
কোন সে প্রভুর ছায়া এসেছে নামি ;
সুরেলা সঙ্গীত, জান কি তুমি !

শুধু সময়

একটি নীড়, একটি শিশু ,
আমার স্ত্রী ।
দু'জনের তরে
কাজ করি পাশাপাশি ।
সূর্য আছে ; আছে ঝড় বৃষ্টি ;
শুধু আরেকটি আশা বাকি ।
যেমন, যায় উড়ে,
অনেক উঁচুতে পাখি ;
তেমন স্বাধীনতা ।
শুধু সময় ।

যখন মাঠে যাই রবিবার সকালে ;
আমার সন্তান
বিস্তৃত আনত শস্যের মাঠ,
দেখি, ভীড় চঞ্চল সোয়ালো পাখিরা
পাখিদের উজ্জ্বল সুন্দরতা পেতে
চাই মনোহর সজ্জা পোশাকের ।
শুধু সময় ।

কালো জেটের মত তীব্র ঝড় এলো,
ছোট অসহায় যারা
তাদের কথা ভাবো।
শুধু বাকি ক্ষণিক অমরতা,
আর কিছু চাই না।
আমার স্ত্রী, সন্তান ;
চাই দৃঢ় হতে,
বাহুল্যকে বাদ দিয়ে।
যেমন, পাখীরা যায় উড়ে আকাশে।
শুধু সময়।

নিরালা শহর

উপত্যকায় একটি শহর।
দিন এলো শেষ হয়ে,
সূর্যাস্ত নিকটে।
দেরী নেই আর,
ঘিরবে আকাশ অন্ধকারে ;
চাঁদ নয় ; নয় তারকার আলোতে।

পাহাড়ের সব চূড়া ঘিরে
কুয়াশা নামে ধীরে।
শহরকে দেয় মুছে ;
খামার বাড়ি কিংবা
আর্দ্র লাল ছাদ,
পাবেনা দিতে ভেঙ্গে এই আস্তরণ।
সাঁকো, পাহাড়ের চূড়া
নিবিড় নিশ্চিন্তে ঢাকা।

কিন্তু ভবঘুরে যেমন উদ্বেলিত
গভীর আলোর ভগ্নরেখা আনন্দিত।
ধোঁয়ার রাজ্যে হতাশ হৃদয় তার,
যেন, শিশু কলতান নির্ঝর ;
সুরু করে প্রার্থনা এক প্রশংসার।

রুমানিয়া

কেন এলেনা, কেন তুমি এলেনা

চালার নীড় ছেড়ে সোয়ালোদের দিগুনা যেতে,
হলুদ ওয়ালনাট পাতা যায় যে ঝরে।
আঙ্গুর বাগান ছেয়ে দেয় তুষার ধূসরতা :
কেন এলেনা, কেন তুমি এলেনা।

আমার হৃদয়ে, ভালোবাসা, এসো ফিরে,
উন্মুখ চোখ তোমার আশায় জাগে।
ক্লান্ত মন আমার বিশ্রাম চায় যে ;
তোমার বুকে, ওগো তোমার বুকে।

মনে কি পড়ে তোমার, থাকতান শুয়ে
আঙ্গুর বাগানে ঘাসের ওপরে ;
পেয়েছি তোমায় প্রিয় আমার
কত আপন ক'রে কতবার।

ধরায় কত রমনীর চোখে
আকাশের তারার বিদ্যুৎ খেলে।
কটাক্ষে তাদের উজ্জ্বল দ্যুতি ঝলকায়,
তবু, তোমার মতো নয়, তোমার মতো নয় ;

তোমার উপহার আমার একান্ত আপন
জীবনের আনন্দ সে তো প্রেমের দান।
আমার কাছে তুমি দীপ্য তারা মনোহর
প্রিয় আমার, ওগো প্রিয় আমার।

শরতের শেষে এখন যায় যে বেলা
পথের প্রান্তে ঝরে শুষ্ক পত্রমালা।
অন্ধকার ক্লান্ত মাঠ নিরালা ;
কেন এলেনা, কেন তুমি এলেনা।

রাশিয়া

শুধু ছবি হতে আমি বিমুখ

এক নতুন জগতের আমি অধিবাসী
তোমাদের সঙ্গে তাই কোন মিল নেই।
সুরেলা শান্ত সঙ্গীত নয় ;
বীভৎস গান আমার প্রিয়।

কবিতা আমার শুনবে আকাশ মেঘ,
ঝিরঝির ঝর্ণা কিংবা ড্রাগন।
সে কবিতা পড়বোনা সজ্জিত অবসরে
কালো শ্মশানসজ্জাধারীদের ঘরে।

শুষ্ক কণ্ঠ পিপাসা কাতর আরব আমি
বিস্তৃত পুকুরে যত্রতত্র জলপান করি।
পড়ার বইয়ের নাইটের মত ছবি হয়ে ;
হাতে নিয়ে জলপাত্র, চিন্তামগ্ন মুখে ;
আকাশে রেখে চোখ ;
শুধু ছবি হতে আমি বিমুখ।

মরতে চাই কোন অকরুণ গিরিগুহায় ;
শ্যামল কোমল বনের আইভি ঢাকবে দেহ।

ঘরের নিরুদ্বেগ শয্যায়,
উকিল, পুরোহিত, চাইনে স্নেহ।

স্বর্গ আমার বারাঙ্গনা, ডাকাত, হোটেল
আমায় নেবে তারা ডেকে।
স্থান নেই প্রোটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টান স্বর্গে;
সার্থক প্রশান্তির মুক্তি ধামে।

মনে মনে

উট দেখে
ঘোড়া ভাবে
অতি বিস্ময়ে—
এতো মিশ্রিত ঘোড়া।
উট ভাবে
ঘাড় তুলে—
এতো উট,
নয় ঘোড়া।

দূর নভে
বসে বসে
চুপ হয়ে
ঈশ্বর ভাবে,
দুইই ভিন্ন,
সে তো জানা।
মনে মনে
তাই হাসা।

ক্লান্তি, নিবিড় ক্লান্তি

ঘোড়ার চাবুক দস্তানা
টেবিলে আছে পড়ে।
দরজা খোলা ;
সুগন্ধ ভরপুর লাইম গাছ।

পোশাকের মৃদু শব্দ কাছে ;
হলুদ রঙ কাগজ মোড়া বাতি।
(পারিনা বুঝতে ;
কেন তুমি ছেড়ে চলে গেলে।)

স্নিগ্ধ স্পর্শ ভোরের আলোর,
পৃথিবী কি সুন্দর।
আসবে জীবনে সোনালী ভোর
হৃদয়, তুমি প্রশান্তিতে ধৈর্য ধর

হৃৎস্পন্দন ধীর, অতি মৃদু ;
ক্লান্তি, নিবিড় ক্লান্তি।
আত্মা অমর ;
সে কথা জানি আমি।

তিব্বত

একটি প্রার্থনা

পৃথিবীর সব ভুলে গিয়ে,
আসনে বসে পাহাড় শৃঙ্গে ;
ওগো গুরু মার-পা, তোমারে
স্মরি আনত প্রণামে।

জীবনের ক্ষুদ্র প্রয়োজন,
চাইনা খাদ্য বসন।
শুধু আকাঙ্ক্ষিত মিলন ;
বোধিসত্ত্ব আমার আপন।

আমার কাছে আনন্দের,
পাতলা কাঁথা নেপালী তুলোর ;
শক্ত শিলাসন অতি সুখকর।
খাদ্য যা পাই
যথেষ্ট যে তাই।
একটি প্রার্থনা আমার ;
জেগে থাক ;
তৃষ্ণার্ত মন সাধনার :

স্পেন

যেন এক মরু

বিমূঢ়তা,
সময়ের দান ;
নেই।

(ধ্বংস তার,
শুধু আছে পড়ে।)

হৃদয়,
আকাঙ্ক্ষার ঝর্ণা ;
অদৃশ্য।

(শুধু তার,
ধ্বংস আছে পড়ে।)

ভোরের ভ্রান্তি
এবং চুম্বন ;
কিছু নেই।

শুধু চিহ্ন তার
আছে পড়ে।
উত্থান পতন
যেন এক মরু।

ছুরিবিদ্ধ তার বুকে

ছুরিবিদ্ধ বুকে
মৃতদেহ আছে পড়ে পথে।
কেউ চেনে না যে ;
রাস্তার বাতি কেঁপেছিল কি ক'রে।

মা।
কি ক'রে ছোট বাতি কেঁপেছিল।
পথ ;
প্রত্যুষ।
কাছে তার কেউ নেই,
খোলা রাস্তায় আছে পড়ে ;
নিষ্ঠুর ঝড়ের মাঝে
ফেলে গেছে পথে,
মৃতদেহ তার।
ছুরিবিদ্ধ তার বুকে,
কেউ চেনে না তাকে।

নীরবতা

বন্ধু, অনুভব ক'রো নিবিড় নীরবতা।
প্রতিধ্বনি মুখর উপত্যকা,
যেন, এক কম্প্রমান নিঃশব্দতা।
মাটির কাছে
নোয়ায় মাথা;
নিবিড় নীরবতা।

সবুজ পাখি

যাবার দিনের পরিতৃপ্তিতে
অপূর্ণতায় পূর্ণ যে দিন ;
ফুটন্ত ফুলের মাঝে যেন
না ফোটা ফুলের সম্মিলন।
সব কাজ থাকে বেঁচে
আমার মৃতদেহের পাশে।

পরিতৃপ্তিতে অসম্পূর্ণতা ;
চলে যাওয়াতে ফিরে আসা।
মা'র স্নেহের মতো অমর,
চিরসবুজ স্বপ্ন আমার।
মৃত গুঁটিপোকা খোসা খালি
এবং চিরঞ্জীব ফলের সঙ্গী ;

একটি চিরন্তন সবুজ পাখি।

ইস্রাইল

তুমি ওগো, তুমি কোথায়

ওগো আমার প্রিয়,
আমার পাশে এসো ফিরে ;
দ্রুত তালে চরণ ফেলে।
পড়ে থাক পিছনে
তোমার নিরালা আশ্রয়।
ঠাঁই দিয়ে বাঁচাও আমার
পথপ্রদর্শক তুমি এসে।
ভেসে যেতে দাও সুখের জোয়ারে
সেই শৈশব দিন আনো ফিরিয়ে।
মরে হোক ঋণী আত্মা তোমার ঠোঁটে ;
সুখের সময় হোক কবরিত আনন্দে,
তোমার বক্ষের যুগ্ম পাহাড়ের খাঁজে।
যেমন, সুবাসিত ফুলের বুকে
তৃপ্ত মগ্ন প্রজাপতি রাত্রে।

তুমি, ওগো, তুমি কোথায়।

পাবার আগে তোমায়,
ওগো, আমার প্রিয় ;

হৃদয় ভরা ছিল আমার,
কম্পিত সে নাম তোমার।
ঘুমহীন রাতের উদ্বেলতা,
উপাধানের বিশৃঙ্খলতা,
তোমাতে ছিল নিমজ্জিত আমার সত্তা।
দিবা রাত্রি ছিল মনে গ্রহণ লেগে,
তালমাদের উপাখ্যানে।
সাদা মেঘের মত আলোর রেখা
চিন্তার উদ্বিগ্নতা, প্রার্থনার সান্ত্বনা;
পৌঁছে দিত আনন্দের স্বর্গে।
পরাজয়ের গভীর দুঃখে,
হৃদয়ে আমার নীরব আর্তি,
এক আকাঙ্ক্ষা, এক পরিণতি;
তুমি, তুমি, শুধু তুমি।

আমেরিকা

ক্রীতদাস : একটি স্বপ্ন

ধান ক্ষেতে
আগোছালো শস্যের পেছনে
কাস্তে হাতে শুয়েছিলো সে।
তার বুক খোলা,
বালি ভর্ত্তি,
জটপাকানো চুল।
স্বপ্নের ঘোরে
কুয়াশার আঁধারে
নিজের দেশকে
দেখছিল সে।
স্বপ্নের বৃহৎ পটভূমিকায়
গর্বিত নাইজার ;
সমভূমির পামগাছের ছায়ায়
তার রাজোচিত দীর্ঘ পদক্ষেপ ;
পাহাড়ী রাস্তায়
গাড়ীর টুং টাং।

কখনো দেখছে ;
সন্তানদের মাঝে
তার কৃষ্ণাক্ষি রাণীকে।

তারা জড়িয়ে ধরলো ;
চুম্বন করলো তাকে ; কাছে টানলো
স্বপ্নভারি চোখের
এক ফোঁটা অশ্রু
গড়িয়ে পড়লো
বালুর মরুতে।

নাইজার বেলাভূমি ধরে
দুর্দান্তবেগে সে ছুটলো—
লাগাম তার সোনায় গড়া,
প্রতি পদক্ষেপের অনুভবে
যুদ্ধ উন্মাদনা। যেন,
অসিকোষ ফেলে
হানছে আঘাত ঘোড়ার পালে।
রক্তবর্ণ পতাকার মতো
সামনে তার,
উড়ছে উজ্জ্বল ফ্লেমিংগো পাখি।
ভোর হতে সন্ধ্যা
পাখিদের বিচরণ ;
দৃষ্টিতে তার
কখনো ওঠে ভেসে সমুদ্র। কিংবা

সমতলে তেঁতুল গাছের ছায়ায়
কাফ্রীদের চালাঘর।

রাতে শুনতে পায়
সিংহের গর্জ্জন, হায়নার চিৎকার
অথবা লুকানো ঝর্ণার আড়ালে
নলখাগড়া নিষ্পেষণরত
সিন্ধুঘোটকের উল্লাস।
স্বপ্নের বিজয় উচ্ছ্বাসের মাঝে
সম্মানসূচক দামামা ধ্বনির মতো
ক্রমে সব হারিয়ে গেলো।
ঐ বন বৈচিত্র্যময় শব্দে
স্বাধীনতার দাবী জানাচ্ছে।
হিংস্রতার মুক্ত উন্মাদনায়
সোচ্চার ক্রন্দনরত বাতাস
শিহরণ জাগায় তার দেহে।
ঝটিকাসঙ্কুল আনন্দের তীব্রতা,
নির্মল তৃপ্তি তার।

দিনের জ্বলন্ত তাপ,
প্রভুর চাবুকাঘাত
তার অনুভবের বাইরে।

কেননা, ঘুমের দেশ তার
মৃত্যুর আলোয় সুন্দর।
জীর্ণ পদশৃঙ্খলের মতো
প্রাণহীন দেহ।
আত্মা তার বাঁধন কেটে
দিয়েছে পাড়ি দূরের পথে।

কিছু বলার আছে

আমার কিছু বলার আছে,
বুঝতে পারার শুভ লগ্নে ;
কিন্তু এখনও সময় আসেনি যে,
কোন লোকের শোভনীয় প্রকাশে।
শেষ মুহূর্তেও থাকবে আমার প্রতীক্ষা ;
তোমার উপলব্ধির সময় শুধু কামনা।

প্রভু, হে আমার কর্ণধার

প্রভু, হে আমার কর্ণধার,
উদ্বিগ্ন পরিক্রমা হয়েছে শেষ।
জাহাজ আমাদের এসেছে ফিরে :
পথের বাধা বিঘ্ন ছাড়ায়ে
প্রত্যাশিত উপহার নিয়ে।

বন্দর নিকটে, শব্দ শুনছি :
সকলের উল্লাসধ্বনি।
তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ছায়ায়,
ছিল জাহাজ নিরুদ্বেগ ; ছিলনা ভয়।
কিন্তু ওগো হৃদয়, হৃদয়, হৃদয় ;
ওগো রক্তিম রক্তের বিন্দু ;
পাটাতনে যেখানে,
পড়ে আছে শীতল, মৃত ;
আমার কর্ণধার।

প্রভু, হে আমার কর্ণধার,
ওঠো, শোনো ; ঘণ্টাধ্বনি।
জাগো ; উত্তোলিত পতাকা,
বিউগল ধ্বনি, ফুলের তোড়া,

ফুলের মালা, মানুষের ভীড় তীরে।
অভিনন্দন ভরা হৃদয়ে
তোমার প্রতীক্ষায় বিপুল জনতা।

কর্ণধার আমার, প্রিয় পিতা ;
তোমার মাথার তলায় বাহু।
স্বপ্ন মনে হয়, পাটাতনে তুমি
আছ পড়ে শীতল, মৃত।

কর্ণধার দেয়না কোন উত্তর ;
রক্তহীন জমাট ওষ্ঠ তার।
অধ্যক্ষ আমার অনুভব শক্তি হীন,
বাহুর স্পর্শ অর্থহীন।
নেই তাই আর আকাঙ্ক্ষা কোন ;
জাহাজ করেছে নোঙর নিরাপদে,
পথ পরিক্রমার সমাপ্তিতে।
উদ্বেগময় পথের প্রার্থিত সাফল্যের
বিজয়ী জাহাজ পেয়েছে উপহার।
আনন্দ ক'রো, জনতা ; বাজো, ঘণ্টা বাজো ;
পাটাতনে শোকার্ত ধীর পদক্ষেপে চলি,
যেখানে আমার মহানাবিক
আছে পড়ে শীতল, মৃত।

তুরস্ক

প্রমিথিয়ুসের ডাক

তেলতেলে লম্বা চুল,
নেই আমার হৃদয়ের মাথায়।
কোন স্থান নেই মনেতে ;
গোলাপ, পাখি, চাঁদের,
আলো কিংবা আত্মার।
নিশ্চিন্তে আমার কাছে,
তোমার স্ত্রী থাকতে পারে।

কলকেতে
তামাকের মতো ;
দিই পুড়িয়ে ;
প্রমিথিয়ুসের ডাক।
গভীর উন্মনায়
দাঁড়িয়ে অগ্নিবলয়ে ;
খুঁজি রাঙা দিগ্বলয়ে
সেই আগুন চোখ।

ফ্রান্স

বসন্ত ছিল জেগে

কাল সন্ধ্যা বাতাস

এনেছিল ফুলের সুবাস।

রাতের আঁধারে

পাখিরা ঘুমে ;

বসন্ত ছিল জেগে,

তোমার যৌবন ঘিরে।

হেসেছিল তারকা, আকাশের মেয়ে,

তোমার চোখে হাসি তাদের দেখে।

হৃদয়ের মিষ্টি সুরে

কত কথা কানে কানে।

তোমার মুখ ছিল সমুজ্জ্বল

পবিত্র রাত্রির মত কোমল।

সোনালী তারাদের বলেছি ডেকে ;

ঢালো স্বর্গ এই মুখে।

বলেছি ; তোমার নয়ন,

যেন, ঢালে প্রেমের কিরণ।

বন্ধ্যা জীবনে

সাদা মেঘ ;
গ্রাম্মের ঘাস ;
ভালো অপরের সান্নিধ্য ।

মৃদুতাপ ঘরে,
নিবিড় আচ্ছাদন তলে ;
লাগে ভালো মহিলার নৈকট্য ।

বাঁচার আকুলতা, হতাশা, ব্যর্থতায়
দুই দেশ দুই সময়ের তীরে ;
অক্ষমতাব আতঙ্কময়
বন্ধ্যা জীবনে ;
লাগে ভালো আপন সান্নিধ্য ।

নামে রাত্রি

ধূসর আলোর নীচে তীব্র আবেগে
উদ্দাম উদ্বেল উচ্চকিত যাত্রী।
বিলীয়মান সময় উচ্ছল চাপল্যে
সুখ সম্ভোগের নামে রাত্রি।

উৎসুখ ক্ষুধা দেয় মুছে
দিগন্তের নিবিড় সীমা ;
যায় ঘুচে নিরালায় সব লজ্জা।
ভাবেন কবি ; এবারে আত্মা
নেবে বিশ্রাম তৃপ্তিতে।
মনের কোনে কত হতাশ আশা,
অবসন্ন শরীরের একান্ত কামনা ;
অন্ধকার ঘরে ক্লান্ত শয্যায়
ডুবে যাবো গ্লানিকর সেবায়।

অ্যালবাট্রস

প্রায়ই অবসরে
নাবিকেরা বন্দী করে ,
এ্যালবাট্রস ।
সমুদ্রের বিশাল পাখি ;
জাহাজের প্রিয় বন্ধু অতি ।
অনেক ঢেউ দিয়ে পাড়ি
ধীব পাখায় আসে সাথে ।

নীল আকাশের রাজা ;
যখনি ওরা রাখে ধরে পাটাতনে
বিমূঢ় বিপুল লজ্জা,
শুভ্র করুণ পাখার আন্দোলনে,
কঠিন কোন দুঃসাধ্য অবলম্বনে ;
ফিরে যেতে চায় আকাশে ।
উজ্জ্বল আকাশচারী সে যে
ক্লান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে
সুন্দর সেই যাত্রী আছে পড়ে
কৌতুক পাত্র এক ভাঁড়ের সাজে ।
যেন, অনুকরণকারী ব্যঙ্গ শিল্পী হয়ে,
তামাকের নল চঞ্চুতে নিয়ে ।

কবিও যেন অবহেলা ক'রে বর্শার ফলা
ঝড়ের বুকে তার নিত্য পথচলা।
যেন, মেঘরাজ্যের যুবরাজ ;
নির্বাসিত ধরণীতে
প্রচণ্ড ভীড়ের গর্জনে
বিশাল পাখার ভারে ;
যাত্রা তার মন্থর বেগে।

এক ফোঁটা অশ্রু

বৈদগ্ধ্য, চারুত্ব, দুঃখে,
কিবা যায় আসে।
কিন্তু, এক ফোঁটা অশ্রু আনে,
স্নিগ্ধ মাধুর্য তোমার চোখে।
যেমন, ঘাসের বুকে,
তীব্র ঝড়ের মাঝে ;
সেই চোখ প্রশান্ত আনন্দে,
উজ্জ্বল হয়ে ফোটে।

ইতালী

নিঃশব্দতায় যাবো ফিরে

ধূসরবর্ণ স্বর্গ হতে নিঃশব্দে
তুষার নেমে আসে, ধীরে।
জাগেনা তবু শহরে আর্তস্বর,
কিংবা, কোন প্রতিবাদ জীবনের।

ঝম্ ঝম্ শব্দ ওয়াগনের,
ফেরিওয়ালার উদ্দীপ্ত চিৎকার।
প্রেমের বাসনাময় উচ্ছল গান,
যৌবনের সঙ্গীত মুখর কলতান।
সন্ধ্যায় তীক্ষ্ণ কর্কশ ধ্বনি
অনাবশ্যক অস্থির আর্তি।
অনেক দূর দেশ হতে,
দিনের আলোর বাইরে,
যন্ত্রণাকাতর শব্দের সঙ্গে
মৃদু দীর্ঘশ্বাস আসে ভেসে

আমার ভাঙ্গা জানালার গায়ে,
ঠোকরায় গান গাওয়া পাখি ভবঘুরে।
বন্ধুত্বের উত্তাপ এনেছে ফিরিয়ে,
যেন, ডাকে আমায়, আমায় চেয়ে।

ওগো প্রিয়তম, শান্ত দৃঢ় চিত্তে
নিঃশব্দতায় যাবো ফিরে ;
নেবো বিশ্রাম অন্ধকারে।

আমার কান্না

এত শীতল,
এত কঠিন,
এত শুষ্ক,
এত আঘাত,
এত প্রাণহীন।
এত পাষাণ ;
যেন, সেণ্ট মিকায়েল।

ওই পাথরের মতই
দেখে না কেউ ;
আমার কান্না।

বেঁচে থেকে,
প্রায়শ্চিত্ত যেন করে ;
মৃত্যুর।

হাঙ্গেরী

মৃত্যুর প্রতীক্ষা

আঁধার অতল কবর চাই,
কফিন কোথায় পাই।
আমায় কোরো কবরিত,
নিয়ে হতাশ চিন্তা, তীব্র অনুভূতি যত।

হে মন, হে হৃদয়, এতো অভিশাপ ;
আর কতো ; তুমি তো করেছ ব্যর্থ জীবন।
শেষ করো এই বিদ্বেষ,
দুঃসহ আঘাতে জর্জর করো কেন।
কেন এই তীব্র ইচ্ছা উড়ে যেতে
তারাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে দূরে।
ক্রূর নির্দেশ নিয়তির
পৃথিবীর বুকে নামে অতি ধীর।

কেন আমার পবিত্র ডানা মেলে
যাবো না উড়ে খুসির খেয়ালে।
স্বর্গ-প্রাসাদ একান্ত কামনা,
সুদূর বিপুল নীলে,
যেখানে আছে অমরতা।

যদি মনে হয়, এই বসুধা ফাঁকা,
নেই কোন আনন্দ আশা ;
তবে, নীড়ের আশ্রয় নিবিড় শান্তি, বলনা ;
কেন, মানুষের বুকভরা এত আনন্দ প্রত্যাশা।

আকাঙ্ক্ষার গভীরতম দেশে,
যদি, সেই হৃদয় দীপ্তিতে উঠে জ্বলে ;
কেন তবে দৃষ্টিতে শীতল নিষ্ঠুরতা,
ওগো, আনন্দ আশীর্ব্বাদ দেবতা !

আঁধার অতল কবর চাই
কফিন কোথায় পাই।
আমায় কোরো কবরিত,
নিয়ে হতাশ চিন্তা, অনুভূতি যত।

জাপান

স্বপ্নের মাঝে

দিনের আলোয়,
তন্দ্রার ঘোরে ;
দেখেছি আমার,
প্রিয়তমারে।
আরো গভীর আশা নিয়ে,
ডুব দিলাম স্বপ্নের মাঝে।

অন্ধ খোঁজা

স্বপ্নের মিলন,
দুঃখের।
চমকে উঠি জেগে ;
অন্ধ খোঁজা।
পাইনা তো কাছে।

কোকিলের গান

গ্রীষ্মের পাহাড়ে
উচ্চকিত,
কোকিলের গান।
মনে হয় ;
প্রেমিক ফিরেছে।

হাইকু

এক ॥ বিকশিত নেশপাতি ফুলের তলে,
চন্দ্রালোকে প্রিয়া,
পড়ে পত্রলেখা।

দুই ॥ বসন্ত যায়।
বঁধু দিলেনা উত্তরে ;
কোন কবিতা।

তিন ॥ বসন্তের বৃষ্টি।
অপরুপা মহিলা,
তবু, ভেজে না।

চার ॥ কচি সবুজ পাতার মেলা,
পৃথিবী জুড়ে;
শুধু, ফুজি পাহাড় বাদে।

পাঁচ ॥ শুকনো গাছের ডালে
পাখির বাসা।
শরৎ রাত।

ছয় ॥ পাহাড়ী পথের ধারে,
দেখে পথিক ;
ছোট সে ভায়োলেট।

সাত ॥ অতি পুরোনো পুকুর ;
ব্যাং লাফিয়ে পড়ে,
জলের শব্দ।

আট ॥ অনেক, অনেক চিন্তা ;
তাদের মনে।
চেরী ফুল ফোটে।

নয় ॥ নববর্ষা স্মরণে আনে,
সেই শরৎ-সন্ধ্যা,
যা আজ নেই।

দশ ॥ হাত পা নেড়ে,
ক্ষমা চায় পোকাটা;
তাকে মেরোনা।

এগার ॥ জীবন মৃত্যু ভৃত্য হলে,
তবে কি পেতে;
বিচ্ছেদ বেদনা।

পর্বত শিখর

ঐ কুল গাছ পর্বত শিখরে,
এত উঁচুতে;
ভ্রমরের গুঞ্জন সে যে,
আসে যেন, আকাশ হতে।

আমার প্রিয়া, যে আমায় ভালবাসে না

(কিন্তু ; যে আর সকলের সঙ্গে ;
একবারটি আসবে আমার সৎকারে ।)

যদি মরি ভালবাসার তরে ;
আমায় দিও মরতে ।
জানি, মরে গেলে,
যে ঘরে থাকবে মৃতদেহ পড়ে ;
দরজা খুলে,
আমার পাশে ;
একবারটি দাঁড়াবে এসে ।

মাঠের সবুজে

বসন্তে মাঠের সবুজে,
এসেছিলাম ফুল তুলতে।
মাঠের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে
ঘুমালাম সারারাত সেখানে।

হে, পদ্মপাতা

হে, পদ্মপাতা,
ঘোলা জলের বাইরে,
তোমার নির্মল হৃদয়।
তবু, বোকা বানাও,
এক বিন্দু শিশির;
একটি মুক্তা বলে।

সন্ধ্যা এলো

সন্ধ্যা এলো ;
মাঠের শরৎ-বাতাসে,
দেহ আমার ঋজু।
কোয়েল গান গায় ;
নিভৃত এই গ্রামে।

সূর্য চোখ মেলে

এক পশলা বৃষ্টি শেষে,
মেঘের আড়ালে,
সূর্য চোখ মেলে।
পাহাড়ের উপরে,
একটি শাদা পাখি ওড়ে।

ইংল্যাণ্ড

আমি তোমায় ভালবাসি না

আমি তোমায় ভালবাসি না।
না, আমি তোমায় ভালবাসি না।
তবু দুঃখ পাই
তোমার অনুপস্থিতে। এবং
আমি হিংসা করি,
তোমার উজ্জ্বল নীল আকাশের
শান্ত তারার দলকে,
যারা তোমায় দেখে, আর
আনন্দ উপভোগ করে।

আমি তোমায় ভালবাসি না।
তবু কেন জানিনা,
তোমার প্রতিটি কাজ,
মনে হয়, সার্থক সম্পন্ন।
প্রায়শ নীরবতায়
দীর্ঘশ্বাস ফেলি এবং ভাবি,
আমার যা কিছু আদরের,
তারা তোমার মত নয়।

আমি তোমায় ভালবাসি না।
তবু যখন চলে যাও তুমি,
আমি শব্দকে ঘৃণা করি।
(যদিও তারা বলবে, প্রিয়।)
সুরের বিলম্বিত প্রতিধ্বনিকে
দেয় ভেঙ্গে এবং
তোমার সুরেলা কণ্ঠ
অপসৃত হয় আমার মন হতে

আমি তোমায় ভালবাসি না।
তবু তোমার ব্যক্ত আঁখি,
তাদের গভীর উজ্জ্বলতায়,
নীলাভ অনন্য প্রকাশ ভঙ্গীতে
আমাব এবং মধ্যরাত্রির
স্বর্গীয় আভায় উদয় হয়।
যদিও অনুরূপ কোন আঁখি
আমি দেখিনি কখনো।

আমি জানি,
তোমায় ভালবাসি না আমি।
তবু হায়! অপর সবাই
কদাচিৎ বিশ্বাস করে,

অপক্ষপাত আমার সরল হৃদয়।
প্রায়শ আমি ধরে ফেলি,
তাদের বাঁকা হাসি,
যখনি তারা আমায় দেখে,
স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি,
যেখানেই গেছ তুমি।

এ্যাডলষ্ট্রপ

এ্যাডলষ্ট্রপ
তোমার নাম
স্মরণে আছে।
কেননা;
জুনের শেষভাগে
কোন এক গ্রীষ্মের বৈকালে
এগিয়ে এলো
এক্সপ্রেস ট্রেনখানা।

বাষ্প গর্জ্জন,
গলা খাঁকারি,
নিরালা প্ল্যাটফর্ম।
কেউ এলো না
কেউ গেলো না।
শুধু দেখলাম :
এ্যাডলষ্ট্রপ ;
এই নাম।

উইলো, আগাছা ঘাস,
দূর্বাভরা কোমল মাঠ,

শুকনো ঘাসের স্তূপ।
আকাশে ছোট মেঘের মত
নিরালা, সুন্দর, শান্ত দৃশ্য।

কাছে সেই মুহূর্তে
কৃষ্ণপাখির গান।
তাকে ঘিরে কুয়াশা;
অক্সফোর্ডসায়ার, গ্লসেষ্টরসায়ারের
পাখিরা;
দূরে, অনেক দূরে।

আমি মনে রাখবো

আমি মনে রাখবো,
আমি মনে করবো,
জন্মেছি যেই গৃহে।
ভোরবেলায় যাব
ছোট্ট জানালা দিয়ে
সূর্য উঁকি দিতো।
ও আর কখনো
আসবে না দিতে উঁকি ;
আনবে না কোন দীর্ঘ দিন।
কিন্তু ভাবি এখন,
হারানো রাত যেন
নিয়ে নেয় শুষে
আমার আয়ু।

আমি স্মরণ করবো,
আমি স্মরণ রাখবো,
নির্মল আলোর শিশু,
লাল, নীল, সাদা গোলাপ,
ভায়োলেটগুচ্ছ, ছোট্ট লিলি।

সেই লাইলাক,
রবীন পাখির বাসা।
ওখানে জন্মদিনে ভাই
পুঁতেছিলো লেবার্নাম গাছ ;
গাছটি এখনও আছে বেঁচে।

আমি মনে করবো,
আমি মনে রাখবো,
যেখানে আমি বেড়াতাম।
ভাবছি ; হয়তো সেখানে
স্নিগ্ধ সতেজ হাওয়া
বয়ে চলেছে। খড়খড়িতে
সোয়ালো পাখিদের আসর।
হালকা পাখির পালকের মতো
ছিলো আমার মন ;
এখন বার্ধক্যে ভারী।
জ্বরের উষ্ণতা শরীরে ;
গ্রীষ্মপ্রধান দেশে
নির্মম শীত এখন।

আমি মনে করবো,
আমি মনে রাখবো,

আকাশ-উঁচু কালো
ফারগাছগুলিকে।
শিশুর সরলতায় সব ছিলো ;
এখন ; সামান্যতম আনন্দ আর নেই।
স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে আবার তাই,
নির্মল পবিত্র শিশু হতে চাই।

জন্মদিন

প্রাণ আমার
জলবেষ্টিত নীড়ের
কাকলী মুখর পাখির মতো।

মন আমার
আপেল গাছের
ফলভারে অবনত কুঁড়ি।

প্রাণ আমার
হেলিসন সমুদ্রের
জলক্রীড়ারত বর্ণালী।

প্রাণ আমার এদের চেয়ে সুখী
কেননা আমার ভালবাসা
আমারে আপন করে নিয়েছে।

আমায় নিও তুলে
রেশম কোমল পালকে তৈরী
উচ্চাসনে।
ঘুঘু দম্পতির প্রণয় ভাষণ,

ছোট দালিম গাছ,
হাজার চোখের ময়ূর ময়ূরী,
আঙ্গুর পাতার ছবি,
এবং ফ্লার দ্য লিসের সূক্ষ্ম কাজে.
সে পোষাক নতুন রঙে,
সম্মানের নিদর্শন রূপে
রাখবো তুলে সযতনে।

কেননা ; হৃদয় উন্মেষের জন্মদিন
এবং আমার ভালবাসা জেগেছে

একটি প্রত্যাশা

প্রিয়তম, যখন যাবো চলে
এ দেহ ছেড়ে
শান্ত সুনীল আকাশ
ম্লান হতে দিওনা কান্নার মেঘে।
আমার সমাধি আস্তরণে
রেখোনা গোলাপ চারা
কিংবা ছায়াশীতল সাইপ্রেস।
বৃষ্টি আর শিশির স্নাত
সবুজ নির্মল ঘাস
রাখবে আমায় আড়াল করে।
তখন হৃদয়ে তোমার ঠাঁই দিতে পারো
অথবা ভুলেও যেতে পারো।
নাইটিঙ্গেলের বিরহ গীতি, বৃষ্টির সুর
আমার অনুভবের বাইরে থাকবে সুমধুর
উদয় অস্তহীন সন্ধ্যা তারায়
স্বপ্ন আমার থাকবে জেগে,
কারো হৃদয়-সমুদ্রে
সুখে দুঃখে আমার ছায়া পড়বে
অথবা মুছে যাবো চিরতরে।

অনন্য এক জগৎ

দক্ষ প্রেমিকের মতো
ছিলাম ঘুমিয়ে
জনৈক কবির কলমে।
স্বপ্ন দেখছিলাম,
শব্দের মাঝে
রেখে গেছে তার নিঃশ্বাস।
অমরতা সে চায়নি
কিন্তু চিন্তার হিংস্রতা
করেছে শিকার।
লক্ষ্য করেছে,
ভোর হলে অন্ধকার
হ্রদের বুকে
প্রতিবিম্বিত সূর্য।

মুকুলিত হরিৎ ফুল
মৌমাছিরা দেখেনি।
মানুষের এই সৃষ্টির চেয়ে
শিশুর সারল্যে
সে গড়তে পারে
অনন্য এক জগৎ।

আসবো না ফিরে

আমি একবারই পরিভ্রমণ করবো
আর জন্ম নেবো
এই বসুন্ধরায়।
পৃথিবীর প্রতি
আমার কর্তব্য কিংবা
যা কিছু শুভ কাজ
অথবা কোন মানুষের প্রতি
সহৃদয়তা প্রকাশ
সবই আমায় সেরে নিতে দাও
এই বেলায়।
কর্তব্যে অবহেলা
কিংবা পরিবর্তন
আমায় না যেন স্পর্শে।
কেননা আমি আর
আসবো না ফিরে।

যদি হয় দেখা

অশ্রুকাতর নিঃস্তব্ধতায়
চিরদিনের মতো
আমরা যখন নেবো বিদায়
ভগ্ন হৃদয়ে,
তোমার বিবর্ণ শীতল গণ্ডে
হিমশীতল চুম্বন
স্মরণে আনে আগামী দুঃখের সূচনা

ভোরের শিশির
অবসাদের মতো
ঝরে মুখে।
বর্তমান অনুভবে
মনে হয় সাবধানবাণী।
তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গেছে,
উজ্জ্বলতা তবু আছে।
তোমার নাম শুনে
ম্লান মনে কম্পন জাগে ;
কেন তুমি এত প্রিয়।
আমরা পরিচিত

কেউ জানে না;
কেইবা জানে
সম্পূর্ণ তোমায়।

গোপনে আমাদের মিলন;
অনেক অনেক দিন
দুঃখের আঁধারে
গভীর ব্যথায় ভাবি,
তোমার মন আমায় ভুলতে পারে,
হৃদয় তোমার প্রতারক হতে পারে।
যদি দীর্ঘদিন পরে হয় দেখা,
কি দিয়ে হবে তোমার অভ্যর্থনা;
নিবিড় নীরবতায় কিংবা চোখের জলে

প্রেমের সমাধি

সাইপ্রেস ছায়াতলে
কবর খুঁড়বো।
পৃথিবীতে যাবো রেখে
আমার প্রতিজ্ঞা
থাকবে বেঁচে,
তোমার মিথ্যা অনুরাগের কবর

ঘাসের নরম আস্তরণে
পোষণ করবো সেই মিথ্যা।
শেওলাধরা পাথর থাকবে,
ছড়াবো গোলাপের মলিন মালা
প্রেমের সমাধির বুকে।
তোমার প্রেমের মতো
ফুলেরা শুষ্ক।
অনেক দিন-রাত গেছে;
আমার চিরন্তন বিলাপ,
সাইপ্রেসের বিস্তৃতি,
সময়, তোমায় দিয়ে যাবো।

তোমার নাম

কোমল সমুদ্রতটে
তোমার নাম লিখতে দেখে
তোমার সে হাসি
স্মরণ রেখেছি আমি।
পাথরের বুকে নাম লিখতে দেখে,
ভেবেছিলে, 'ওঃ, কি ছেলেমানুষ।

এমন এক স্থানে
লিখেছি নাম;
কোন ঢেউ তার
নাগাল পাবে না আর।

আগামী পৃথিবী
সমুদ্রতটে পড়বে
সে নাম আগ্রহে।

বিচিত্র এই সূর্য

কি বিচিত্র এই সূর্য !
স্মরণ করালো আমায়,
আমার প্রেম।
সন্ধ্যাবেলার একক ভ্রমণকালে,
সব আশার অন্তর্ধানে,
আকাশে ধ্বংসের রক্তিমায়,
একরাশ ধোঁয়ার মতো।

আমি মনে রেখেছি
তার সুর-শ্রবণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা
আমার হৃদয়ের আলোতে
মুখে তার তুলে নিই ছবি।
সে ছবির সঙ্গে
সবুজ মাঠের প্রান্তে
নদী, ঝর্ণা, ভোরের
সোনার আলো।
বাতাস সে ছবিকে।
করেছে নিশ্চিহ্ন ;
কৃশ মানচিত্র এখন সম্পূর্ণ।

বিশ্বাসকে তার করেছি
কলুষিত; সৌভাগ্যকে,
অশনিচক্রে কিংবা ঘৃণিত যন্ত্রে
করে সে তুলেছে
একটি প্রচণ্ড ভুল।
সে স্মৃতি,
চিন্তার গাঢ়তা আমার।
মাঠে যখন নির্মল বাতাস,
চাতকের চঞ্চলতা;
তখন সে সুর বাজবে;
বাজবে আবার।

চীন

ঘুম

এখন সময় সাড়ে ন'টা ;
মন সরসীর বুকে
সোনালী আশার ছায়া।
আর জীবন-হ্রদে
সময় বিলীয়মান।

এখন সময় সাড়ে ন'টা ;
স্বপ্নিল হলুদ চাঁদের
ঝলমল হাসি,
দেবদারু পাতায়, সবুজ ঘাসে,
খুশীর হাওয়ায় দুলছে।

চিনারের ঝিরঝির বাতাসে
ঘুম নামে
বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে।
শুধু শুনি ;
বৃষ্টির মিষ্টি সুরে
ঘুম পাড়ানী গান।

কেউ জেগে নেই।
আমি একা;
একান্ত একা।

ঘুম এলো,
সব চিন্তা, অভাবের অবসানে
শান্তি, সান্ত্বনার আশা নিয়ে।
জাগে শুধু স্বপ্ন;
সোনালী স্বপ্ন।

কখন

নদীর তীরে
বালুর ওপরে
ঠাণ্ডা জলের শব্দ
ভেসে চলে।

নগর প্রাচীরের পশ্চাতে
লুকোনো চাঁদ।
ঝাঁপসা আলো,
বাঁশীর ধ্বনি ;
স্বপ্নের আবেশ।

*　　　　*

অনাবৃত আমি ভাবি ;
কবে আমরা ফিরবো ঘরে।

সৈনিক

সৈনিক ও তার স্ত্রী
কথা বলছিলো।
শেষ কথায় বললে ;
জানিনা কবে,
কত শীঘ্র পারবো মরতে।
সান্ত্বনা আমার পরলোকে ;
আমাদের সন্তান ,
তাকে সার্থক করে তুলো।

কবে হবে শেষ

সামনে আমাদের
দিগন্ত বিস্তৃত
বন্ধনহীন সমুদ্র।
*　　　*
রাত্রি হলে
বাতি জ্বালে ;
অন্ধকার যায় সরে।
ঢেউগুলি হয় লাল।
মাছের চোখ
জ্বলতে থাকে
তারার মতো।
*　　　*　　　*
গ্রাষ্মের তাপে
ছোট গ্রামগুলি পরিত্যক্ত।
আমাদের সংখ্যা কমায়
ম্যালেরিয়া।
আমাদের মনে
অভিযানের স্মৃতি।
ভাবি ; এই দমন,
কবে হবে শেষ।

যুদ্ধ

আমাদের পাহাড়, নদী,
উর্বর জমি,
সবই এখন সৈনিকের মানচিত্রে।
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে।

আমাদের লোকেরা
যুদ্ধে নিরুৎসাহী এবং
নিজেদের বৃত্তিগুলির পুনরুজ্জীবনের
কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না।

সামরিক যোগ্যতার
অফিসার স্তরের পদোন্নতির
লালসা উৎসাহে
তাদের কোন আগ্রহ নেই।

কেননা, আমি শুনেছি,
জেনারেলের পদোন্নতির ভিত
মৃতদেহের শুকনো হাড়ের উপর,
যা একদিন মানুষের ছিল।

ফুল মনে হয়

ফুল মনে হয় ;
কিন্তু ফুল নয়।
ভাবি, কুয়াশা ;
কিন্তু, নয় কুয়াশা।
আসে মধ্যরাতে,
যায় ফিরে ভোরে।
যৌবন স্বপ্নের মতো আসে,
কিন্তু, অল্প আয়ু নিয়ে।
যেন, যায় চলে,
ভোরের মেঘ সে যে ;
কোথাও পাবে না খুঁজে।

প্রতিবিম্ব

হ্রদের জলে বারবার
প্রতিবিম্ব দেখি আমার।
দেখিনা মুখ উজ্জ্বল,
শুধু ভাসে ধূসর চুল।
যৌবন যে গেছে চলে,
আসবে না তো ফিরে;
ব্যর্থ ঢেউ হ্রদের বুকে।

তোমাকে

চেয়েছি ভুলে যেতে একেবারে,
কিন্তু, ব্যর্থ যে আমি বারেবারে,
চেয়েছি মিলন মালা,
কিন্তু, পথের ছিল না রেখা।
মাথার চুল ধূসর,
পাথায় ছিল না জোর।
বসে দেখি পাতা ঝরে,
কিংবা, উঠি চূড়া 'পরে।
বিচিত্র অস্পষ্টতা জ্যোৎস্নার ;
আকুল বিষণ্ণ চোখ আমার।

আমায় যেও ভুলে

সবুজ এত শ্যামল ঘাস
নদীর তীরে।
দীর্ঘ; এত দীর্ঘ পথ
তোমার আমার মাঝে।
মন হতে দেবো সরিয়ে
ভাবনার যতো রেশ।
যদিও, স্বপ্নে তারা,
বারবার আসে ফিরে।
স্বপ্নকে সরিয়ে দিয়ে
জাগবো এই সত্য ভেবে
তুমি আছ বহুদূরে।
তোমায় দেখার আর
নেই কোন আশা।
মাল্‌বেরী গাছ শুষ্ক;
ঝড়ের আঘাতে
ঝরে গেছে পাতা,
সমুদ্র হিমশীতল।
বন্ধুরা আসে, যায়,
বাড়ীতে বাড়ীতে,

আনন্দের কত কথা ;

কত গান চলে ।

আমি শুধু নিরালা,

নির্জনতায় একান্ত একা ।

বিছানায় শুয়ে

রেশমে লেখা চিঠির প্রত্যাশায়

দিন শুধু গুণি ।

ভাবি, বলবো সেদিন ;

'কি আছে চিঠিতে !'

উত্তর আসবে ;

'যত্ন নিও নিজের,

আমায় যেও ভুলে ।'

কবি পরিচিতি

নিকোলাস ল্যান্যু [Nikolaus Lenau]

পুরা নাম : Nikolaus Niembsch Von Strehlenau

অষ্ট্রিয়া : ১৮০২-১৮৫০।

হেইনরিখ হাইনে [Heinrich Heine]

জার্মান : ১৭৯৭-১৮৫৬।

গ্রন্থ : বাইজেরিগুার; ব্যুখডার লিডার; জের জ্যালোন; ল্যুরিসিজ প্রভৃতি।

ফ্রেদারিক নীট্শে [Freiedrich Nietzsche]

জার্মান : ১৮৪৪-১৯০০।

গ্রন্থ : দি বার্থ অব ট্রাজেডি; টোআলাইট অব দি আইডল প্রভৃতি।

রিকর্ডা হুখ্ : [Ricarda Huch]

জার্মান : ১৮৬৪-১৯৪৭।

গ্রন্থ : ডেরুগা ট্রায়াল; মিডনাইট প্রভৃতি।

রেনার মারিয়া রিলকে [Rainar Maria Rilke]

জার্মান : ১৮৭৫-১৯২৬।

গ্রন্থ : সনেট্‌স টু অরফিয়ুস ; ষ্টোরিজ অব গড্‌ প্রভৃতি।

রিকার্ড ডামেল : [Richard Dehmel]

জার্মান : ১৮৬৩-১৯২০।

গ্রন্থ : ৎসভাই মেনসেন ; গোল্ট উন্ট ডি ভেল্ট ; ডি মেনসেন ফ্রয়েণ্ডে প্রভৃতি।

মিখাইল য়েমেনেস্কু [Mihail Eminescu]

রুমানিয়া : ১৮৫০-১৮৮৯।

নিকোলাই স্তেপানোভিচ গুমিলফ্‌ [Nikolai Stepanovisch Gumilyov]

রাশিয়া : ১৮৮৬-১৯২১।

গ্রন্থ : রোমান্টিক ফ্লাওয়ার্স ; ফরেন স্কাইজ ; চাইল্ড অব আল্লা প্রভৃতি।

ভ্লাদিমির মায়াকোভ্‌স্কি [Vladimir Mayakovsky]

রাশিয়া : ১৮৯৩-১৯৩০।

গ্রন্থ: দি ক্লাউড ইন ট্রাউজার্স প্রভৃতি।

আন্না আখ্‌মাতোবা [Anna Akhmatova]

অন্য নাম : Anna Andreyevna Gorenko.

রাশিয়া : ১৮৮৮—। কবি নিকোলাই এস. গুমিলফের স্ত্রী।

গ্রন্থ : ইভ্‌নিং ; প্রেয়ার বিড্‌স ; দি হোয়াইট ফ্লক প্রভৃতি।

মি-লা রে-পা [Mi-la Re-pa]

তিব্বত : একাদশ শতক। সাধক কবি।

ফেদ্রারিক গার্সিয়া লর্‌কা [Frederico Garcia Lorca]

স্পেন : ১৮৯৯-১৯৩৬।

গ্রন্থ : দি পোয়েট ইন নিউ ইয়র্ক; জিপসি ব্যালাড্‌স ; ব্লাড ওয়েডিং প্রভৃতি।

হুয়ান রেমন হিমানেত [Juan Ramon Jimenez]

স্পেন : ১৮৮১-১৯৫৮। নোবেল প্রাইজ-১৯৫৬।

গ্রন্থ : ভায়োলেট সোলস : সামার ; স্পিরিচুয়াল সনেট্‌স প্রভৃতি।

হায়িম নহামন ব্যালিক [Hayyim Nahaman Bialik]

জন্ম—রাশিয়া। মৃত্যু—ইস্রাইল। ১৮৭৩-১৯৩৪। হিব্রু কবিতা।

গ্রন্থ : তালমাদ ; হিব্রু কবিতা সংকলন প্রভৃতি।

হেনরী ওয়ার্ড্‌স্বার্থ লংফেলো [Henry Wordsworth Longfellow]

আমেরিকা : ১৮০৭-১৮৮২।

গ্রন্থ : টেলস্ অব ওয়েসাইড ইন্ ; দি কোর্টসিপ অব মাইলস্ ষ্টাণ্ডিস্ প্রভৃতি।

ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান [Walt Whitman]

আমেরিকা : ১৮১৯—১৮৯২।

গ্রন্থ : লিভ্‌স্ অব গ্রাস ; ড্রাম টেপস্ প্রভৃতি।

নাজিম হিকমেত : [Naziem Heikhmeth]

তুরস্ক : ১৯০২—।

ভিক্টর হুগো (Victor Hugo)

ফ্রান্স : ১৮০২-১৮৮৫।

গ্রন্থ : লা মিজারেল ; দি পানিশমেণ্ট প্রভৃতি।

পল এলুআর [Paul Eluard]

ফ্রান্স : ১৮৯৫-১৯৫২।

সুররিয়ালিষ্ট আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী কবি।

শার্ল বোদলেয়ার [Charles Baudlaire]

ফ্রান্স : ১৮২১-১৮৬৭।

গ্রন্থ : ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল ; ল পার্ণাস কঁতেপারেণ প্রভৃতি।

গিওসু কারডুৎচি [Giosue carducci]

ইতালী : ১৮৩৫-১৯০৭।

গ্রন্থ : বারবারিয়ান ওড্‌স ; ন্যু পোয়েমস্ প্রভৃতি।

গিয়েসপে য়ানগারেত্তি [Giuseppe Ungaretti]

ইটালী : ১৮৮৮—।

গ্রন্থ : লা এলিজিয়া; সেন্তিমেন্তো দে তোম্পো প্রভৃতি।

আলেকসেন্দার পেতুফি [Alexander Petofi]

হাঙ্গেরী : ১৮২২-১৮৪৯।

গীতি কবিতা এবং লোকগীতির কবি।

ওনো নো কোমাচি [Ono No Komachi]

জাপান : নবম শতাব্দী।

ওতোমনো ইয়াকামোচি [Otomono Yakamochi]

জাপান : 'মাইওস্যু' [Manyoshu] (১৭৬০ খ্রীঃ) কাব্য সংকলন অন্তর্ভুক্ত কবি।

কিনো ৎস্যুওরাইয়োকি [Kino Tsurayuki]

জাপান : নবম শতাব্দী। 'কোকিনস্যু' [Kokinshu] (৯০৫-৯২২ খ্রীঃ) কাব্য সংকলন অন্তর্ভুক্ত কবি।

তানিগুচি বস্যুন [Taniguchi Buson]

জাপান : ১৭ ৫-১৭৮৩।

মাৎস্যুও বাস্যু [Matsuo Basho]

জাপান : ১৬৪৪-১৬৯৪।

গ্রন্থ : হারু নো হি; নোজারাসি কিকো; ওকু নো হোসোমিচি ইত্যাদি।

কোবাইয়াশি ইংসা [Kabayashi Essa]

জাপান : উনিশ শতকের পূর্বার্ধ।

লেডী এগুচিনোকিমি [Lady Eguchinokimi]

জাপান : ৮৯০ খ্রীঃ। 'কোকিনসু' [Kokinshu] [৯০৫-৯২২ খ্রীঃ] কাব্য সংকলনের অন্তর্গত।

কাকিনোমোতো নো হিতোমারো [Kak'nomoto No Hitomaro]

জাপান : (৬৫৫-৭১০ খ্রীঃ)। 'মাইওসু' [Manyoshu] (৭৬০ খ্রীঃ) কাব্য সংকলন অন্তর্ভুক্ত কবি।

ইয়ামাবে নো আকিহিতো [Yamabe No Akihito]

জাপান। ৮ম শতাব্দী। 'মাইওসু' (Manyoshu) (৭৬০ খ্রীঃ) কাব্য সংকলন অন্তর্ভুক্ত কবি।

রেভারেণ্ড হেনজো [Reverend Henjo]

জাপান : দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ। [Kokinshu] 'কোকিনসু' (৯০৫—৯২২ খ্রীঃ) কাব্য সংকলন অন্তর্ভুক্ত কবি।

ফুজিয়ারা শুনজেই : [Fuziara Shunzei]

জাপান : দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। 'শেনজাইসু' [Senzai-Shu] কাব্যসংকলন অন্তর্ভুক্ত কবি।

ফুজিয়ারা তেইকা [Fuziara Teika]

জাপান : চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধ।

'শিন কোকিনসু' [Shin-Kokinshu] কাব্য সংকলন অন্তর্ভুক্ত কবি।

কেরোলিন এলিজাবেথ সারা নর্টন [Caroline Elizabeth Sara Norton]

পরে—লেডি স্টার্লিং ম্যাক্সওয়েল।

ইংল্যাণ্ড। ১৮০৮—১৮৭৭।

এডোয়ার্ড টমাস [Edward Thomas]

নাম : Philip Edward

ইংল্যাণ্ড। ১৮৭৪—১৯১৭।

গ্রন্থ : দি ওডল্যাণ্ড লাইফ; সাউথ কান্ট্রি প্রভৃতি।

টি হুড্ [T. Hood]

ইংল্যাণ্ড। ১৭৯৯—১৮৪৫।

গ্রন্থ : দি টু সোয়ানস্; আপ দি রাইন প্রভৃতি।

ক্রিষ্টিয়ানা জর্জিরা রসেটি [Christiana Geogira Rossetti]

ইংল্যাণ্ড : ১৮৩০—১৮৯৪।

গ্রন্থ : গবলিন মার্কেট ; সিঙ সঙ প্রভৃতি।

পার্সি বিশী শেলী [Percy Byshee Shelley]

ইংল্যাণ্ড : ১৭৯২—১৮২২।

গ্রন্থ : কুইন মাব ; প্রমিথিয়ুস আনবাউণ্ড প্রভৃতি।

লর্ড বায়রণ [Lord Byron]

ইংল্যাণ্ড। ১৭৪৪—১৮২৪

গ্রন্থ : আওয়ার্স অব আইডেলনেস্, চাইল্ড হ্যারল্ড পিলগ্রিমেজ প্রভৃতি।

টমাস লভ্ পিকক্ : [Thomas Love Peacock]

ইংল্যাণ্ড। ১৭৮৫-১৮৬৬।

গ্রন্থ : দি ফোর এজেস্ অব পোয়েট্রি, উপন্যাস প্রভৃতি।

ওয়াল্টার স্যাভেজ ল্যাণ্ডর [Walter Savage Landor]

ইংল্যাণ্ড। ১৭৭৫—১৮৬৪।

গ্রন্থ : ইমাজিনারি কনভারসেশন ; পোয়েমস্ ফ্রম এ্যারাবিক এণ্ড পার্সিয়ান প্রভৃতি।

ষ্টিফেন স্পেণ্ডার [Stephen Spender]

ইংল্যাণ্ড। ১৯০৯—।

গ্রন্থ : দি গড দ্যাট ফেল্‌ড্ ; নাইন এণ্টারটেনমেণ্টস্ ; রিটার্নিং টু ভিয়েনা প্রভৃতি। সম্পাদক-এনকাউণ্টার।

কু লিয়ান সু [Keu lian Su]

চীন।

অও ইং [Ao ying]

চীন। মিঙ রাজত্ব।

লিও চি [Liu Chi]

চীন। মিঙ রাজত্ব।

চাও ই [Chao ye]

চীন : মাঞ্চু রাজত্ব।

ৎসাও স্নং [Tsao Snng]

চীন। ৬১৮—৯০৭। তাঙ রাজত্ব।

প. চু. আই [Po Chu I]

চীন। ৭৭২—৮৪৬।

গ্রন্থ : সঙ অব এভারলাষ্টিং রিমোর্স; লুট সঙ প্রভৃতি

ৎসাই য়ুং [Tasi yung]

চীন। ২০৬—২২০। থান রাজত্ব।